67

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অচলাবস্থা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। শিক্ষকমণ্ডলী দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া নতুন শাখা/বিষয় খোলা, পদাসৃষ্টি এবং এমপিওভুক্তি বন্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারির প্রেক্ষিতে ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি, অধ্যক্ষ একেএম. জহিরুল ইসলাম, মহাসচিব সেলিম ভূইয়া, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক আসাদুল হক, আবদুর রব মিয়া, মোঃ শহীদুল্লাহ, মোঃ আজিজুল ইসলাম বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি দেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান প্রজ্ঞাপন ছাড়াও মৌখিক নির্দেশে টাইম স্কেল, স্কেল পরিবর্তন, প্রবৃদ্ধি, শূন্যপদ পূরণসহ এমপিওতে যে কোন পরিবর্তন স্থগিত রাখা হয়েছে। এতে এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক মৃত্যুবরণ করলেও তার শূন্যপদে নিয়োগদান করা যাচ্ছে না। ফলে উপযুক্ত শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থার। 'জনকাঠামো'র বিভিন্ন বিষয় একাধিক সভা ও সিদ্ধান্ত হলেও প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশ জারি করা হয়নি।

অন্যদিকে বেতন ভাতার সরকারী অংশ প্রদান তিন মাস পর্যন্ত বিলম্বিত হচ্ছে– যার ফলে বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের দুর্ভোগ বাড়ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানা ধরনের শিক্ষা ও শিক্ষক বিরোধী পদক্ষেপে নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এসব কারণে সমগ্র শিক্ষা কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ৯০ ভাগ দায়িত্ব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের। সেখানে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও অমানবিক আচরণ শিক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক ধারাকে শুধু বিঘ্নিতই করছে না, সৃষ্টি করেছে এক অচলাবস্থার।

এ অবস্থা নিরসনে নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।